তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৬৩

**বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশে আমরা সবাই বাস করছি**

 **- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী**

বান্দরবান, ২৪ আশ্বিন (৯ অক্টোবর) :

 পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেছেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল ধর্মের মানুষ একত্রিত হয়ে আমরা বসবাস করছি। সব ধর্মের মানুষ এখানে শান্তিপ্রিয়ভাবে মিলেমিশে বসবাস করছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী সবসময়ই বলে আসছেন, ধর্ম যার যার উৎসব আমাদের সবার। আমরা সবাই এ নীতিতে বিশ্বাসী।

  বান্দরবান সদর উপজেলায় উজানীপাড়া বৌদ্ধ বিহারে উপস্থিত হয়ে ধর্মীয় দেশনা গ্রহণ শেষে বিহার প্রাঙ্গনে সাংবাদিকদের সাথে এক সৌজন্য সাক্ষাতে তাঁর বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

  মন্ত্রী বলেন, বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের শুভ প্রবারণার শুভেচ্ছা সারাবিশ্বের ধর্মাবলম্বী মানুষের কাছে পৌছেঁ দিতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। মন্ত্রী বলেন, সারাবিশ্বের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের জন্য আজকের দিনটি অত্যন্ত পবিত্র। বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীগণ বৌদ্ধ বিহারে একসাথে তিন মাস বর্ষাব্রত পালন এবং সাধনা করেন। একসাথে তিনমাস বসবাসের সময় কোনো কারণে যদি মনোমালিন্য হয়ে থাকে, শেষের দিনে প্রবারণা পূর্ণিমার এই দিনে সবাই একসাথে মিলেমিশে একে অপরের দোষ ত্রুটি ক্ষমা করে দেন। পবিত্রতম এ সময়ে ফানুস উড়ানো হয় এবং পরে চুল কেটে সব পূণ্য কাজের সমাপ্তি হয়।

 এর আগে মন্ত্রী বান্দরবান উজানীপাড়া বৌদ্ধ বিহারে ধর্মীয় দেশনা গ্রহণ করেন। এসময় মন্ত্রীর সহধর্মিনী ও পুত্র উপস্থিত ছিলেন। ধর্মীয় দেশনা প্রদান করেন বান্দরবান উজানীপাড়া রাজগুরু মহা বৌদ্ধ বিহারের বিহারাধ্যক্ষ ড. সুবন্নলংকারা মহাথের। পরে মন্ত্রী পবিত্র প্রবারণা পূর্ণিমার উৎসবে ফানুস ওড়ান।

#

 রেজুয়ান/এনায়েত/মাহমুদ/শামীম/২০২২/২২৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৬২

**মহানবী (সা.) এর শিক্ষা ও আদর্শ মুসলিম উম্মাহকে উদার ও মানবিক হতে শিক্ষা দেয়**

 **-ধর্ম প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৪ আশ্বিন (৯ অক্টোবর) :

 ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান বলেছেন, মহানবী (সা.) এর ক্ষমা ও উদারতা, নারী জাতির প্রতি সম্মান, শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনে গুরুত্ব প্রদান, অমুসলিম নাগরিকদের নিরাপত্তা, মানবিক আচরণ, কল্যাণ ভাবনা,শান্তি ও যুদ্ধনীতি, মদীনা সনদ, হুদাইবিয়ার সন্ধি ও রক্তপাতহীন মক্কা বিজয়ের ইতিহাস মুসলিম উম্মাহকে উদার ও মানবিক হতে শিক্ষা দেয়।

 আজ ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাব আয়োজিত পবিত্র ইদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে ‘ইসলামে সাম্য ও সম্প্রীতি’ শীর্ষক আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আদর্শ অনুসরণ করে আমরা বাংলাদেশের হাজার বছরের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দৃষ্টান্তকে আরো সুসংহত ও ‍সুদৃঢ করতে পারি । এতে বিশ্বনবীর উম্মত হিসেবে সারা বিশ্বে আমাদের ভাবমর্যাদা উজ্জল হবে এবং অমুসলিম দেশসমূহে সংখ্যালঘু হিসেবে বসবাসরত মুসলিম ভাই-বোনদের জীবনযাত্রা আরো নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ ও সম্মানজনক হবে। তিনি বলেন, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের প্রিয়নবী (সা.) কে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন ‘রহমাতুল্লিল আ’লামিন’ তথা সারা জাহানের জন্য রহমত হিসেবে ।

 প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, প্রিয়নবী (সা.) তাওহীদের দাওয়াত, ইসলামের আদর্শ প্রচার, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা, ন্যায় ও সমতাভিত্তিক সমাজ গঠন এবং মানবকল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করে বিশ্বে শান্তি ও কল্যাণের সুবাতাস বইয়ে দিয়েছিলেন ।

 জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে আরো বক্তৃতা করেন জাতীয় প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ইলিয়াস খান, সিনিয়র সাংবাদিক সৈয়দ আখতার ইউসুফ, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাবেক সভাপতি মুরসালিন নোমানী, সাংবাদিক আইয়ুব ভূঁইয়া ও বখতিয়ার রানা।

 এর পূর্বে প্রতিমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ঢাকায় আঞ্জুমানে রহমানীয়া মঈনীয়া মাইজভান্ডারিয়া আয়োজিত আঞ্জুমানে রহমানীয়া মঈনীয়া মাইজভান্ডারিয়া ও আন্তর্জাতিক সুফি ঐক্য সংতির এর চেয়ারম্যান সৈয়দ সাইফুদ্দিন আহমদ আল হাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পবিত্র ইদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভা ও শান্তি সমাবেশে উদ্বোধক হিসেবে এবং কাজী বশির মিলনায়তন, (মহানগর নাট্যমঞ্চ), গুলিস্তান, ঢাকায় মাইজভান্ডারিয়া দরবার শরীফ আয়োজিত মাইজভান্ডারিয়া দরবারের সাজ্জাদানশীন শাহ সুফি সৈয়দ সহিদ উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পবিত্র ইদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন।

#

আনোয়ার/এনায়েত/মাহমুদ/শামীম/২০২২/২১৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৬১

**প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অসাম্প্রদায়িক চেতনায় দেশকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন**

 **- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৪ আশ্বিন (৯ অক্টোবর) :

 নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করে দেশকে উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এসব কারণে প্রধানমন্ত্রী আজকে বিশ্বে প্রশংসিত হচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী প্রশংসিত হওয়া মানে বাংলাদেশের ১৬কোটি মানুষ প্রশংসিত হওয়া।

 আজ ঢাকায় মেরুল বাড্ডাস্থ আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারে প্রবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে ‘শুভ প্রবারণা পূর্ণিমার তাৎপর্য ও বিশ্বশান্তি’ শীর্ষক সদ্ধর্ম আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু একটি সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর হাত থেকে বাঙালি জাতিকে মুক্ত করেছিলেন এবং সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে একটি জাতিসত্ত্বা সৃষ্টি করেছিলেন। যেই জাতিসত্ত্বা সৃষ্টির সঙ্গে সকল ধর্ম বর্ণের মানুষ যুক্ত ছিল। তারা রক্ত দিয়ে এই বাংলাদেশের নাম লিখিয়েছে। বঙ্গবন্ধু আমাদের একটি সংবিধান দিয়েছেন। যে সংবিধান সম্প্রীতির কথা বলে। যে সম্প্রীতি নিয়ে আমাদের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা গড়ার কাজ শুরু করেছিলেন।

 প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, স্বাধীনতার মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় সপরিবারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর বাংলাদেশের মানুষের মাঝে যে সম্প্রীতি ছিল তা বিনষ্ট হয়ে গেছে। এদেশকে বিভাজন করা হয়েছে ধর্ম দিয়ে, সমাজ দিয়ে, অর্থ দিয়ে। বিভক্তির ফলে এদেশ এগিয়ে যেতে পারেনি। এদেশ অন্ধকার থেকে অন্ধকারে তলিয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অসাম্প্রদায়িক চেতনা নিয়ে দেশকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

 বাংলাদেশ বুড্ডিস্ট ফেডারেশন এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ঢাকা আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারের বিহারাধ‍্যক্ষ সদ্ধর্মকাণ্ডারী শ্রীমৎ ধর্মমিত্র মহাথেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন‍্যান্যের মধ‍্যে বক্তব‍্য রাখেন প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ব‍্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া, ওয়ার্ড কাউন্সিলর মাসুম গণি তাপস, ওয়ার্ড কাউন্সিলর জাহাঙ্গীর আলম, প্রবারণা পূর্ণিমা উদ্‌যাপন পরিষদের মহাসচিব অমল কান্তি বড়ুয়া, বাংলাদেশ বুড্ডিস্ট ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ভিক্ষু সুনন্দপ্রিয় মহাথের, প্রবারণা পূর্ণিমা উদ্‌যাপন পরিষদের চেয়ারম‍্যান গৌতম অরিন্দম বড়ুয়া শেলু, বাংলাদেশ বুড্ডিস্ট ফেডারেশনের সভাপতি প্রকৌশলী দিবেন্দু বিকাশ চৌধুরী বড়ুয়া।

#

জাহাঙ্গীর/এনায়েত/মাহমুদ/শামীম/২০২২/২১১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৬০

**স্কুলগুলো শিক্ষার্থী দিয়ে ভরিয়ে তুলতে হবে**

 **---প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী**

রৌমারি (কুড়িগ্রাম), ২৪ আশ্বিন (৯ অক্টোবর) :

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন বলেছেন, স্কুলগুলো আগের মতো আর ভাঙা টিনের ঘর নেই। তিনি বলেন, আমি যখন গাড়িতে বিভিন্ন জায়গায় যাই একটু উকি দিলেই দেখি আমার স্কুল আমার দিকে চেয়ে আছে। আপনাদের গ্রামের বাড়ির চেয়ে এখন স্কুল সুন্দর। বাউন্ডারি গেটসহ ওয়াল করা হয়েছে। লাল, নীল রং করা আছে। সুন্দর স্কুলগুলো শিক্ষার্থীদের দিয়ে পরিপূর্ণ করতে হবে। তবেই সুন্দর ভবন করা সার্থক হবে।

আজ কুড়িগ্রামের রৌমারীর উপজেলার দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের আমবাড়ী তেলিমোড় নদীভাঙন এলাকা পরিদর্শনে যান গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী। সেখানে ডিগ্রিরচর হলহলিয়া নদী মুখে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচির আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, এই দেশ বঙ্গবন্ধুর, বঙ্গবন্ধু আমাদের জাতির পিতা। তিনি দেশ দিয়েছেন, পতাকা দিয়েছেন, এই দেশ বানিয়েছেন বঙ্গবন্ধু। নদী ভাঙলেও আমরা কষ্ট পাই, রাস্তা-ঘাট না থাকলে আমরাও কষ্ট পাই, এটার নাম আওয়ামী লীগ।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, অন্য আমল দেখেন আর আজকের অবস্থা দেখেন, আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। আমাদের কাপড়ের অভাব নেই। আজকে কমিউনিটি ক্লিনিক আপনাদের দরজায়। আপনারা এখানে স্বাস্থ্যসেবা পান। সরকারি হাসপাতালেও চিকিৎসার সুব্যবস্থা আছে। শিক্ষার্থীদের মায়েদের হাতে এখন মোবাইলে উপবৃত্তির টাকা পোঁছে যাচ্ছে। এবার পোশাকের এক হাজার টাকা করে দিয়েছে সরকার। স্কুলে বিস্কুট দেয়া হচ্ছে।

মানববন্ধন ও আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মোজাফর হোসেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রেজাউল ইসলাম মিনুসহ এলাকার জনসাধারণ।

#

তুহিন/পাশা/মাহমুদ/আব্বাস/২০২২/১৮২২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৫৯

**বঙ্গভবনে ইদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাঃ) উপলক্ষ্যে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ২৪ আশ্বিন (৯ অক্টোবর) :

আজ বাদ আছর বঙ্গভবনে দরবার হলে ইদ-ই-মিলাদুন্নবী উপলক্ষ্যে বিশেষ দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন।

মিলাদ মাহফিলের পূর্বে মন্ত্রিপরিষদ সচিদ খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম ইদ-ই-মিলাদুন্নবীর গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। মাহফিলে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান, সংসদ সদস্য রেজওয়ান আহাম্মদ তৌফিক**,**রাষ্ট্রপতির পরিবারের সদস্য, তিন বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত প্রধান,রাষ্ট্রপতির সচিবগণসহ বঙ্গভবনের সামরিক ও বেসামরিক কর্মকতা ও কর্মচারীরা অংশ নেন।

মিলাদের পর  দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধি, জনগণের কল্যাণসহ মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর ঐক্য কামনা করে আল্লাহর দরবারে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। মোনাজাতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালরাতে শাহাদৎবরণকারী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যসহ ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এবং বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শহিদদের রুহের মাগফেরাত কামনা করা হয়।

মিলাদ মাহফিল ও মোনাজাত পরিচালনা করেন বঙ্গভবন মসজিদের পেশ ইমাম সাইফুল কাবির।

#

ইমরানুল/পাশা/মাহমুদ/আব্বাস/২০২২/১৭৫২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৫৮

**ফেতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে**

 **---তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৪ আশ্বিন (৯ অক্টোবর) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, যারা ইসলামের কথা বলে ফেতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে ধর্মের বদনাম ও অমঙ্গল করছে, তাদের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

পবিত্র ইদ-ই-মিলাদুন্নবী উপলক্ষ্যে আজ রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আনজুমানে রহমানিয়া মইনীয়া মাইজভান্ডারিয়া সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত শান্তি মহাসমাবেশ ও শোভাযাত্রায় বিশেষ অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, ‘ইসলামের কথা বলে যারা হত্যাকাণ্ড করে, মানুষের হাত-পায়ের রগ কাটে, তারা ইসলামের বন্ধু নয়, ইসলামের শত্রু। কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমে এই দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়নি অথচ অনেকে
ওলি-আকরামদের বিরুদ্ধে কথা বলে, তারা আসলে ফেতনা সৃষ্টিকারী।’

সমাবেশে আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য আমির হোসেন আমু প্রধান অতিথি, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক উদ্বোধক এবং ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন।

হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ইসলামের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যা করেছেন, বঙ্গবন্ধুর পরে আর কোনো সরকার বা কেউ সেটি করেননি। তথ্য-উপাত্ত দিয়ে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যার নির্দেশে সারাদেশে এক লাখ মসজিদভিত্তিক মক্তব প্রতিষ্ঠা হয়েছে, যেখানে শিক্ষকরা মাসিক ৫ হাজার ২ শত টাকা করে ভাতা পান। শেখ হাসিনার নির্দেশে সারাদেশে জেলা-উপজেলায় ছয়শত মসজিদ নির্মিত হয়েছে ও হচ্ছে, সেগুলোর দিকে তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায়। তিনি কওমি মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতি দেওয়ার পর তাদের অনেকেরই সরকারি চাকুরি হয়েছে।

মহানবী (সা.) এর জন্মদিন ইদ-ই-মিলাদুন্নবী সারাবিশ্বের মুসলমানদের জন্য আনন্দের দিন উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ‘রোহিঙ্গারা যাতে পূর্ণ অধিকার নিয়ে তাদের নিজের দেশ মিয়ানমারে ফিরে যেতে পারে এবং ফিলিস্তিনিরাসহ পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানদের ওপরে নির্যাতন ও তাদের কষ্ট যাতে দূর হয় সে জন্য মহান স্রষ্টার দরবারে ফরিয়াদ জানাই।’

মাইজভান্ডারিয়া নেতা আল্লামা শাহসুফী সৈয়দ মঈনুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে ও ত্বরীকত হজরতুলহাজ্ব শাহসুফী সৈয়দ সাইফুদ্দীন আহমেদের পরিচালনায় সমাবেশে সংসদ সদস্য নুরুল আমিন রুহুলসহ দেশি-বিদেশি অতিথিবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

আজ থেকে ১৪৫২ বছর আগে ৫৭০ সালে আরবি মাস রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখে এই দিনে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সা.) আরবের মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল্লাহ, মাতার নাম আমিনা। ৬৩ বছর বয়সে ৬৩২ সালের এই দিনেই ইহধাম ত্যাগ করেন তিনি। বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মুসলিমরা দিনটি ইদ-ই-মিলাদুন্নবী হিসেবে পালন করে।

#

আকরাম/পাশা/মাহমুদ/আব্বাস/২০২২/১৭১৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৫৭

**গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো নিয়ে অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সরকারের বক্তব্য প্রকাশ**

ঢাকা, ২৪ আশ্বিন (৯ অক্টোবর) :

অত্যন্ত দুঃখের সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কতিপয় রাজনৈতিক দল ও প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ঘোষিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোসমূহ থেকে কোনোরূপ তথ্য পাওয়া যাবে না মর্মে বানোয়াট ও মনগড়া বক্তব্য দিয়ে জনমনে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে । জনসাধারণের মন থেকে এরূপ বানোয়াট ও বিভ্রান্তি দূর করার নিমিত্তে সরকারের বক্তব্য নিম্নরূপ:

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো (Critical Information Infrastructure) হচ্ছে সরকার কর্তৃক ঘোষিত এইরূপ কোনো বাহ্যিক বা ভার্চুয়াল তথ্য পরিকাঠামো, যাহা কোনো তথ্য-উপাত্ত বা কোনো ইলেকট্রনিক তথ্য নিয়ন্ত্রণ, প্রক্রিয়াকরণ, সঞ্চারণ বা সংরক্ষণ করে এবং যাহা ক্ষতিগ্রস্ত বা সংকটাপন্ন হলে (অ) জননিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বা জনস্বাস্থ্য, (আ) জাতীয় নিরাপত্তা বা রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা বা সার্বভৌমত্বের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ১৫ ধারার বিধান অনুসারে সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা উপরিউক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করে ২৯টি প্রতিষ্ঠানকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো হিসেবে ঘোষণা করেছে।

উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে সরকার ও জনগণের গুরুত্বপূর্ণ ও আর্থিক তথ্যাবলী সংরক্ষিত থাকায় এদের সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অপরিহার্য। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোসমূহের আইটি অডিট সম্পন্ন, যথাযথ অবকাঠামো নির্মাণ, সঠিক মানসম্পন্ন  নেটওয়ার্ক রক্ষণাবেক্ষণ , যথাযথ স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার ব্যবহার, দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন মানবসম্পদ নিয়োগ ইত্যাদি কার্যক্রমের দ্বারা পরিকাঠামোসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে  জনসাধারণকে নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্নভাবে সেবাসমূহ পৌঁছে দেওয়াই এই ঘোষণার প্রধান উদ্দেশ্য। উল্লেখ্য পৃথিবীর অনেক দেশ যথা: ভারত, কোরিয়া, যুক্তরাজ্যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোসমূহ (Critical Information Infrastructures) চিহ্নিত আছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ পুনরায় অত্যন্ত জোর দিয়ে জানাচ্ছে যে, রাষ্ট্র ও জনগণের স্বার্থে এই পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে এবং উক্ত পরিকাঠামোসমূহের নিরাপত্তা সামান্যতম বিঘ্নিত হলে জনগণের বিপুল ক্ষতির কারণ হবে। এর সাথে জনগণের তথ্যপ্রাপ্তি সংক্রান্ত অধিকার ব্যাঘাত হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই বা তথ্য প্রাপ্তির অধিকারের সাথে ইহা সাংঘর্ষিক নয়।

অতএব বিভিন্ন মহলের এ বিষয়ে অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য জনসাধারণকে অনুরোধ করা হলো।

#

শহিদুল/পাশা/মাহমুদ/আব্বাস/২০২২/১৭০৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৫৬

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

**ঢাকা,** ২৪ আশ্বিন (৯ অক্টোবর) :

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী শনিবার সকাল ৮টা থেকে আজ রবিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৪০৯ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৯ দশকি ৯৪ শতাংশ। এ সময় ৪ হাজার ১১৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে ১ জনের মৃত্যু হয়েছে । এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৩৮১ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৬৯ হাজার ৯৯৫ জন।

#

কবীর/পাশা/মাহমুদ/রেজাউল/২০২২/১৬৩৮ ঘণ্টা